তারিখ ... 10 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

যায়যায়দিন

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি সঙ্কট

ভালো কলেজ ও আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সব বিভাগে উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে পাস ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার, কমেছে শূন্য পাসের স্কুলের সংখ্যা, কমেছে পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা।

শিক্ষার এসব নির্দেশকের উন্নতিতে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করছেন, বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু সমস্যা ভিন্ন জায়গায়। শিক্ষার্থীরা সবাই যদি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ না পায়, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব হবে?

সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী এবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষা নেয়া হবে না। এসএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে। পরিসংখ্যান অনুসারে এবার এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫২ হাজার ৫০০ ছাত্রছাত্রী। ভালো কলেজগুলোতে আসন আছে সর্বাধিক ২৫ হাজার। তাই রেকর্ডসংখ্যক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পাওয়া সত্ত্বেও ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ভালো কলেজের সংখ্যা এবং সেগুলোর আসন সংখ্যা কম হওয়ার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে বলা যায়, এ দেশে গ্রাম ও শহরের জীবনধারায় প্রবল বৈষম্য রয়েছে। সাধারণত বিভাগীয় শহরের ছাত্রছাত্রীরাই অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করে থাকে। এর বিপরীতে, মফস্বল ও জেলা শহরগুলোর ছেলেমেয়েরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও ভালো ফল করতে পারে না। আসন সংখ্যা কম হওয়ায় যেখানে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদেরই ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির নিশ্চয়তা নেই, সেখানে ভালো রেজাল্ট না করা অথচ মেধাবী, মফস্বলের এ রকম ছাত্রছাত্রীর তো ভালো কলেজে ভর্তির কোনো সুযোগই হবে না। এদিকে বলা হচ্ছে, কোনো ধরনের ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না। এমতাবস্থায় মফস্বল অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ আসন কোটা হিসেবে রাখার কথাও বলছেন কেউ কেউ। জানা যায়, দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ নটর ডেম কলেজে নাকি এ ধরনের ব্যবস্থা আছে।

এটা একটা সাময়িক সমাধান হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে দেশে ভালো কলেজ ও সেগুলোর আসন সংখ্যা বাড়ানো দরকার। আরেকটি বিষয় হলো, দেশের সর্বত্র পাসের হার সমান নয়, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির চাপও সমান নয়। যেসব অঞ্চলে পাসের হার বেশি এবং কলেজের সংখ্যা ও আসন সংখ্যা কম, সেসব অঞ্চলে বিদ্যমান দু'একটি সরকারি কলেজে এতো শিক্ষার্থীর স্থান সঙ্কুলান হবে না। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

দেশের প্রথম সারির কলেজগুলোতে ভর্তির চাহিদা বেশি থাকে। সব বাবা-মা চান তার সন্তান ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করুক। এ ক্ষেত্রে প্রথম সারির কলেজগুলোতে একাধিক শিফট চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। শিক্ষার মান বজায় রেখে এটা যদি সত্যি সত্যিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তাহলে খুবই চমৎকার একটি কাজ হয়। বলা যায়, সমস্যার তাৎক্ষণিক একটি সমাধান হয়ে যায়। তবে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের দিকেই আমাদের মূল নজর থাকা উচিত।

ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোর ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির চাপ কমাতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের দিকেই এগুতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় এবং সেগুলোর মান নিশ্চিত করা যায়, তাহলে অবধারিতভাবেই জেলা ও বিভাগীয় শহরগুলোর ওপর থেকে চাপ কমে যাবে।

ওয়ান ইলেভেনের পর দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেক বড় বড় কাজ হাতে নিয়েছে এবং সুসম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাস দমন, দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, ভোটার-তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজটিও যদি তারা শুরু করে দিয়ে যেতে পারে তাহলে তাদের সাফল্যের মুকুটে আরো কিছু পালক যোগ হবে সন্দেহ নেই। এছাড়া জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যদি রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়ন ইস্যুকে সামনে রাখে, দেশ উপকৃত হবে নিশ্চিত।